

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

যাইতুন জিনিয়া

রোলঃ 23100120029

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

যাইতুন জিনিয়া

রোলঃ 23100120029

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে যাইতুন জিনিয়া, আইডিঃ 23100120029 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

যাইতুন জিনিয়া

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ 23100120029

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা.....	7
অধ্যায় ২: পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এর গুরুত্ব.....	11
অধ্যায় ৩: পিতা-মাতার গুরুত্ব, ফজিলত ও অবদান.....	24
অধ্যায় ৪: পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	30
অধ্যায় ৫: সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	39
অধ্যায় ৬: পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও এর পরিণতি	47
অধ্যায় ৭: সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ ও সমাধান	57
অধ্যায় ৮: গবেষণার ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার	66
গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	70

ভূমিকা

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মা-বাবা হলেন প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু এবং প্রথম নিরাপত্তার আশ্রয়। আমরা তাদের ভালোবাসা, আদর ও যত্নেই ছোট থেকে বড় হই। পিতা-মাতা তাদের জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও সবসময় নিজ সন্তানের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে থাকে। তারাই আমাদের সর্বপ্রথম ভালো-মন্দ চিনতে শেখায়। তারা আমাদের আরামের জন্য নিজেদের আরাম নষ্ট করে দিন-রাত পরিশ্রম করেন। পিতা-মাতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। বিশেষত, সন্তান জন্মদানে ও লালন-পালনে মায়ের অবদান তো অতুলনীয়। সন্তান গর্ভধারণ, দুগ্ধদান থেকে শুরু করে সন্তান লালন-পালনে একজন মায়ের অপরিণীত ত্যাগ জড়িয়ে থাকে। অজস্র যত্নশীল, নির্ঘুম রাত, তীব্র ব্যথা-বেদনা সয়ে একজন মা তার আদরের সন্তানকে জন্ম দেন। অতঃপর পরম যত্নে বুকে আগলে রেখে বড় করেন। তাই তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের সম্মান ও মর্যাদার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

এক হাদিসে আছে- “হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্‌ব্যবহার পেতে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে।” (দারিমী, তিরমিযী, হাকিম) - আল-আদাবুল মুফরাদ:- পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার।

আর বাবা হলেন একটি পরিবারের বটবৃক্ষের ন্যায়। বাবা তার সন্তানদের জন্য পৃথিবীর সকল সুখ কিনে আনেন নিজের পরিশ্রম ও ঘামের বিনিময়ে। আল্লাহ তাআলার পর এই পৃথিবীতে এমন আদর ও যত্নে পিতা-মাতা ব্যতীত কেউই আগলে রাখেন না। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি মা-বাবার অধিকার আদায়কে ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

“আর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো। তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী,

অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দাস্তিককে পছন্দ করেন না।” (সূরা নিসা:৩৬)

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসির রহ. লিখেন, “আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের আদেশ করেছেন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পিতা-মাতাকে তোমাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদানের মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যত জায়গায় তাঁর ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন, ততো জায়গায় একই সঙ্গে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের হুকুমও দিয়েছেন।”

কুরআন ও হাদিসে বহুবার পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ থেকেই ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়। পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য ও সদাচরণের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। আর পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণই পরকালের চরম শাস্তির কারণ হতে পারে।

অধ্যায় ১: কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা

কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার বর্ণনা করে তাদের প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে পিতা-মাতার অধিকারের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন:-

“(তাদেরকে) বলুন, এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন তা এই যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করো।” (সূরা আনআম:- ১৫১)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

“আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ে-ই যদি তোমার নিকট বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।” (সূরা বনি ইসরাইল-২৩)

মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়নের সাথে সাথেই পিতা-মাতার অধিকার বাস্তবায়ন করাও অত্যাৱশ্যক। বিশেষত তারা যখন বার্ষিক্যে উপনীত হয় তখন তাদের সামনে 'উফ' পর্যন্ত উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে হুমকি-ধমকি দেওয়াও নিষিদ্ধ। বার্ষিক্যে তাঁরা দুর্বল, নিস্তেজ ও অসহায় হয়ে পড়েন। বিপরীতে সন্তানেরা হয়ে উঠে সবল ও উপার্জনোক্ষম। তাছাড়া তারুণ্যের উচ্ছলতা ও উন্মত্ত উচ্ছাস আর বার্ষিক্যের শীতলতা ও উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এটি অত্যন্ত নাজুক পর্যায। তাই ঐ অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি শিষ্টাচার-ভদ্রতা, সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা এবং সর্বাবস্থায় তাদের খেদমত ও আনুগত্য করা সন্তানদের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

হাদীসেও পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বার্ষিক্যে পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণকারীর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু কণ্ঠের বুদদুআ করেছেন।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন-
“ধুলায় লুটাক তার নাক! ধুলায় ধুসরিত হোক তার নাক! ধুলো মলিন হোক তার নাক!”

জিজ্ঞেস করা হলো: “হে আল্লাহর রাসুল! কে?”

তিনি বললেন:

“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পায় – উভয়কে অথবা তাদের একজনকে – তবে তাদের সেবা করে জান্নাত প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না।” (সহিহ মুসলিম)

প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যিনি সর্বদা কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামী থাকতেন তিনি একদা তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর ইচ্ছে-কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একের পর এক প্রশ্ন করেন, “আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি?” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যথাসময়ে নামাজ আদায় করা। তিনি আরম্ভ করলেন, এরপর কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বাবার সাথে সদাচরণ করা এবং তাদের অনুগত ও আজ্ঞাধীন হওয়া।” (সহিহ বুখারী, অধ্যায়: নামাজের সময়, হাদিস : ৫২৭)

একটু চিন্তা করলে সহজে বুঝা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর পরই যে নেক কাজকে দ্বিতীয় নাম্বারে স্থান দিয়েছেন তা হলো, মা-বাবার আনুগত্য করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ওপর আল্লাহ তাআলা কোটি রহমত নাজিল করুন! কারণ, তাঁর ওই প্রশ্নাবলীর দরুন ইসলামের নির্দেশনা অধিক স্পষ্ট হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় মা-বাবার সেবা করাকে জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম এর কাছে এসে জিহাদে যাবার অনুমতি চাইলে নবীজি জানতে চাইলেন, “তোমার মা বাবা কি জীবিত?” সে বলল, “হ্যাঁ।” নবীজি বললেন, “তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকাই তোমার জন্য জিহাদ।” (সহীহ আল বুখারী, ৩০০৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, “হিজরতের ব্যাপারে আপনার কাছে বাইয়াত নিতে এসেছি, কিন্তু আমার মা-বাবাকে কান্নাকাটি করা অবস্থায় রেখে এসেছি!” নবীজি বললেন, “ফিরে গিয়ে তাদের খুশি করো, যেমনি তাদেরকে কাঁদিয়েছিলে।” (আবু দাউদ, ২৫২৮ ; নাসাঈ, ৩০৬৮; মুসনাতে আহমদ, ৬৩১১; শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন)

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ, বিশেষভাবে মায়ের প্রতি অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব তাকীদ দিয়েছেন। বিশেষত তারা যখন বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তখন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাদের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী হলো, সন্তান মা-বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সকল আদেশ পালন করবে।

মা-বাবার হক তো অপূরণীয়। তবে মা-বাবার সেবায়ত্ন করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। তাছাড়াও, বৃদ্ধ বয়সে তারা হয়ে পড়ে দুর্বল ও নাজুক। এ অবস্থায় তাদের সেবা করার মাধ্যমে তাদের দোয়া লাভ করা সম্ভব। সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া কখনো বৃথা যায় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তিনটি দুআ এমন যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

- মজলুমের দুআ।
- সন্তানের জন্য পিতার দুআ।
- মুসাফিরের দুআ।”

জামেউত তিরমিযী, অধ্যায়, আল-বির ওয়াসসিলাহ, হাদিস: ১৯০৫। সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়, আল বিতর, হাদিস: ৫৩৮

আল্লাহর বাণীঃ “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি” (২৯ : ৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেনঃ

ওয়াস্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী, নাসাঈ)।
পুনঃনিরীক্ষণঃ আল-আদাবুল মুফরাদ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার 1/ Parents

রাসূলুল্লাহ সাঃ মায়ের সাথে সদাচারে গুরুত্বারোপ করেছেন।
হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্যবহার পেতে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে (দারিমী, তিরমিযী, হাকিম)।
পুনঃনিরীক্ষণঃ আল-আদাবুল মুফরাদ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার 1/ Parents

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, ইসলাম মাকে এবং ক্রমান্বয়ে বাবাকে কতটা সম্মান ও মর্যাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেননা, মা এবং ক্রমান্বয়ে বাবাই সন্তানের সদাচরণ পেতে সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

অধ্যায় ২: পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এর গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা তার ইবাদতের পাশাপাশি মা বাবার হক ও তাদের প্রতি সদ্যবহার করার বিষয়টিকে যুক্ত করেছেন। যেমন তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদেরকে পিতা মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পিতা মাতার সাথে সদ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। অন্যদিকে পিতা মাতার প্রতি অসদাচরণ-এ আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ সন্তুষ্টি নিহিত পিতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর ক্রোধ নিহিত পিতার অসন্তুষ্টিতে। (জামে আত-তিরমিজি)

পিতা -মাতার সংজ্ঞা: পিতা -মাতা (আরবি : الوالدين, আল-ওয়ালি দাইন) বলতে সেই দুজন ব্যক্তি কে বোঝায় যারা একটি সন্তানের জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী। ইসলামী পরিভাষায়, পিতা-মাতা শুধু জৈবিক সম্পর্কেই বোঝায় না, বরং এর সাথে জড়িত রয়েছে লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, স্নেহ-মমতা এবং সন্তানের প্রতি অপরিসীম ত্যাগের এক পবিত্র বন্ধন। ইসলামে পিতা-মাতার সংজ্ঞা ব্যাপক এবং গভীর, যা তাদের অধিকার ও মর্যাদা কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তারা সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য অপরিহার্য।

ইসলামে পরিবারের ধারণা:- ইসলামে পরিবার হলো সমাজের মূলভিত্তি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব ও বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। এটি কেবল রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের সমষ্টি নয়, বরং আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। পরিবারে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ইসলাম পরিবারকে শান্তি, নিরাপত্তা, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা পরিবারকে তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হিসেবে

উল্লেখ করেছেন [1]। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সুনির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, যা পালনের মাধ্যমে একটি সুসংহত ও আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে। ইসলামী পরিবারে

পিতা-মাতার ভূমিকা কেন্দ্রীয়, কারণ তারা শুধু সন্তানের জন্মদাতা নন, বরং তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রথম শিক্ষকও।

তথ্য সূত্র: [1] কুরআন, সূরা রুম, ৩০:২১

ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান:- ইসলামে পিতা -মাতার অবস্থান অত্যন্ত সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের গুরুত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ। কুরআনের একাধিক আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা -মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।

তাদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বা বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি ‘উফ’ শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের প্রতি বিনয় ও দয়ার ডানা অবনত করো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।’” (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৩-২৪)

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। এটি শুধু তাদের প্রতি দয়া বা সহানুভূতি নয়, বরং তাদের প্রতি সম্মান, আনুগত্য এবং সেবা করা। আবু বকর আল আনবারি বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশনা দ্বারা শুধু অভিমত প্রকাশ পায় না বরং অবশ্য পালনীয় আদেশ এবং একটি বাধ্যবাধকতা বর্ণনা করা হয়েছে।’ আয়াতে ব্যবহৃত মূল শব্দ ‘ক্বদা’ দিয়ে ‘কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা’ বুঝায়। এবার আয়াত দুটো ভেঙে ভেঙে অল্পবিস্তর আলোচনা করা যাক। এই আয়াতে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাদের খেদমতে সুন্দর ব্যবস্থাপনা করা, তাদের সম্মান দেখানো, তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘(তাদেরকে এমনভাবে সম্মান দেখানো যে) তাদের সামনে নিজের কাপড় ঝাড়া না দেওয়া রাতে কাপড়ের ধুলো তাদের উপর পড়ে।’

এই আয়াতে ‘তাদেরকে উফ শব্দটিও বলো না’ বলা হয়েছে। উফ শব্দটি হল উড়ন্ত ধূলিকণা বা ওরকম ক্ষুদ্র কোন কিছু গায়ের উপর পড়লে আমরা তা সরাতে কথবা অতি নগণ্য কিছু বোঝাতে ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়ার

জন্য, বিরক্তি দেখানোর জন্য কিংবা অসম্মান প্রদর্শনের জন্য এমন ‘উফ’ এর মতো নগণ্য কথাও তাদের বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে ‘তাদের ধমকের সুরে কথা বলো না’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের সাথে কর্কশ ভাষায়, অভদ্রতার সাথে কথা বলো না অথবা তাদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলে না। কথা বলার ক্ষেত্রে যদি এরকম সতর্ক হবার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা বিনয় দেখানো দরকার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উক্ত আয়াতে ‘সম্মানজনক উপায়ে তাদের সাথে আলাপ করো’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বিনয়ের সাথে, সামর্থ্যানুযায়ী সবচেয়ে উত্তম উপায়ে তাদের সাথে কথা বলতে বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, ‘উদ্ধত আর রাগি মালেকের সাথে দাস যেরকম ভাবে কথা বলে সেভাবেই কথা বলার আদেশ প্রদান করা হয়েছে এই আয়াতাংশে’।

উক্ত আয়াতের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আর তাদের উভয়ের জন্য দয়া-পরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও’। অর্থাৎ, পাখি যেমন পরম মমতায় তার ছানার জন্য নিজের ডানা দিয়ে ঢেকে দিয়ে তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে তেমনি তাদের জন্য দয়া আর ভালোবাসা অনুভূতি হৃদয়ে লালন করতে বলা হয়েছে।

মা-বাবার অধিকার কে পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে। কুরআনের সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতের আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, ‘আমারও তোমার মা বাবার শুকরিয়া আদায় করো’

উপযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের শুকরিয়া আদায়ের আদেশের সাথে মা বাবার শুকরিয়া আদায়কেও সংযুক্ত করে এর গুরুত্ব যে ঠিক কতখানি তা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হাদীসে ও পিতা-মাতার এই উচ্চ অবস্থানের কথা বা বরাবর উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“পিতা -মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা -মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” (সুনান আত-তিরমিযী , হাদীস নং ১৮৯৯)

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে , পিতা -মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সমতুল্য। তাদের সেবা করাকে জিহাদের সমতুল্য বলে ও গণ্য করা হয়েছে। একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি জিহাদে যাব?” তিনি বললেন, “তোমার কি পিতা -মাতা আছেন?” সা হা বী বললেন,

“হ্যাঁ ।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তা হলে তাদের সেবা করো , এতেই তোমার জিহাদ।” (সহীহ বুখারী , হাদীস নং ৩০০৪)

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে , পিতা -মাতার প্রতি সদ্যবহার করা ফরয এবং তাদের অবাধ্যতা করা কবীরা গুনাহ। এমনকি মুশরিক পিতা -মাতার প্রতি ও সদ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , যতক্ষণ না তারা শিরকের নির্দেশ দেন। এই সকল প্রমাণাদি থেকে বোঝা যায় যে , ইসলামে পিতা -মাতার অবস্থান কেবল সামাজিক বা পারিবারিক নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহন করে ।

কুরআনের আলোকে পিতা -মাতার মর্যাদা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে পিতা -মাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। এই নির্দেশনা গুলো তাদের প্রতি সম্মান, সদ্যবহার এবং আনুগত্যের উপর জোর দেয়। কুরআনের আলোকে পিতা -মাতার মর্যাদার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে তুলে ধরা হলো :

আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা -মাতার অধিকার: কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের নির্দেশের পরপরই পিতা -মাতার প্রতি সদ্যব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে , সৃষ্টিকর্তার অধিকারের পরেই সৃষ্টজীবের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের সূরা নিসা:৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, “আর আল্লাহ তায়ালা উপাসনা করো। তার সাথে কাউকে শরিক করো না। পিতা মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয় ,এতিম ,মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দাস্তিককে পছন্দ করেন না।”

এই আয়াতটিতে পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা লুকমানের ১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

“আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি । তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দুই বছর লেগেছে । সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা -মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।” (সূরা লুকমান, ৩১:১৪)

এই আয়াতে মায়ের কষ্ট ও ত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সদ্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সদ্যবহার: যদি পিতা-মাতা অমুসলিমও হন, তবুও তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সদ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , যতক্ষণ না তারা শিরকের নির্দেশ দেন। সূরা লুকমানের ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

“আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বাধ্য করে , যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না । তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো ।” (সূরা লুকমান, ৩১:১৫)

এটি ইসলামের উদারতা ও পিতা -মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ: পিতা -মাতার প্রতি সদ্যবহার দুনিয়াতে বরকত ও শান্তি বয়ে আনে এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। কুরআনের এই নির্দেশনা গুলো মুসলিমদের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করে এবং একটি সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনে সহায়তা করে ।

পিতা-মাতার প্রতি কোমল ও সৌজন্যপূর্ণ বাক্য ব্যবহারও মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়।

এই বিষয়ে হযরত ইবনে ওমর রাঃ এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কিছু গুনাহ করে ফেলেছিল এবং সেগুলো ইবনে ওমর এর নিকট উল্লেখ করেছিল। তখন ইবনে ওমর তাকে বললেন, ‘এগুলো কবির গুনাহ নয়।’

এরপর তিনি বললেন: ‘কবির গুনা ৯টি — আল্লাহর সাথে শরীক করা, কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, যুদ্ধে ময়দান থেকে পলায়ন করা, সচরিত্র নারীকে অপবাদ দেওয়া, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, মসজিদে কুসংস্কারমূলক কাজ করা, কাউকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, পিতা মাতার প্রতি অবাধ্যতায় তাদের কাঁদানো।’

তারপর তিনি বললেন: ‘তোমার পিতা মাতার কেউ কি জীবিত?’

সে বলল: ‘আমার মা আছেন!’

তিনি বললেন: ‘আল্লাহর কসম! যদি তুমি তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, তাকে খাবার খাওয়াও — তবে কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (আল-আদাবুল মুফরাদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর কাছে এসে হিজরতের জন্য বাইয়াত করলো। অথচ সে তার পিতা মাতাকে কাঁদিয়ে রেখে এসেছিলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: “তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং যেমন করে তুমি তাদের কাঁদিয়েছো, তেমনি করে এখন তাদের হাসাও।” (সহিহুল আদাবুল মুফরাদ)

পিতা মাতার প্রতি শব্দ ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— তাদের গালি না দেওয়া, তাদের সাথে অসদাচরণ না করা এবং এমন কিছু না করা যার কারণে অন্য কেউ তাদের গালি দেয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের একটি হলো—কোন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেওয়া’ সাহাবীগণ বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কি নিজে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়?’

তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্য কারো পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই লোকটি প্রতিশোধ হিসেবে তার পিতাকে গালি দেয়; সে অন্য কারো মাতাকে গালি দেয়, ফলে সেই লোকটিও তার মাকে গালি দেয়।’ (বুখারী:৫৯৭৩)

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে: ‘সবচেয়ে বড় গুনাহসময়ের মধ্যে একটি হল - কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেওয়া।’

জিজ্ঞেস করা হলো: ‘হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কিভাবে তার পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয়?’

তিনি বললেন: ‘সে অন্যের পিতাকে অভিশাপ দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি তার পিতাকে অভিশাপ দেয়। সে অন্যের মাকে অভিশাপ দেয়, ফলে সেই লোক তার মাকে অভিশাপ দেয়।’

এছাড়াও আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা.) বলেন, ‘যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কোরবানি করে, আল্লাহতালা তার উপর লানত করেছেন; যে বিদ্রোহী বা অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেছেন; যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেছেন; এবং যে ব্যক্তি জমের সীমা পরিবর্তন করে, আল্লাহ তার উপর লানত করেছেন। (সহিহ মুসলিম:১৯৭৮)

পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। আবু দারদা রা: বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা: কে বলতে শুনেছি যে, ‘তোমার পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী সর্বোত্তম দরজা। চাইলে তুমি এই দরজা কে নষ্ট করো, অথবা এটি রক্ষা করো।’ (জামে আত-তিরমিজি)

আরেক হাদিসে এসেছে — মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা রা: থেকে বর্ণিত; জাহিমা নবী সাঃ এর কাছে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ রাসূল! আমি জিহাদে যেতে চাই, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।’ তিনি সাঃ বললেনঃ ‘তোমার মাকে জীবিত?’ সে বললঃ ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন: ‘তবে তার সানিধ্যে থাকো। কেননা জান্নাত তার পায়ের নিচে।’ (সুনানুন নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ)

পিতা মাতার প্রতি সদ্যবহার ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের অন্তর্ভুক্ত। আবু দারদা রাঃ আমি থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূল সাঃ আমাকে নয়টি বিষয়ে ওসিয়ত দিয়েছেন—

- আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়।
- জেনে বুঝে কখনোই ফরজ নামাজ বাদ দিয়ো না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয়, তার থেকে ইসলামিক দায়িত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।
- মদ পান করো না, কেননা সেটাই সকল অকল্যাণের চাবিকাঠি।

- তোমার পিতা-মাতার আদেশ মানো— যদিও তারা তোমাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে বলেন, তাহলেও তাদের জন্য তা করে ফেলো।
- শাসকদের সঙ্গে বিদ্রোহ করো না—যদিও তুমি একা পড়ে যাও এবং তোমার সাথীরা পালিয়ে যায়।
- তোমার সামর্থ্য থেকে পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করো।
- পরিবারের উপর শাসনের প্রয়োজনে লাঠি উঠিয়ে রেখো না।
- আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে।

(ইবনু মাজাহ, বুখারী)

উপরোক্ত হাদিসের নয়টি উপদেশের মধ্যে পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতেই বোঝা যায় পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার গুরুত্ব ইসলামের কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামে প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের প্রতি সদাচরণ করা, তাদের সেবা যত্ন করা সহ আরো বহু বিষয় এসেছে। এর গুরুত্ব তাৎপর্য এতটাই যে আল্লাহতালার পর পিতা মাতার আনুগত্য করা সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উল্লেখ হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার এত বড় যে, সন্তান ও তার সম্পদ ও পিতার জন্য বৈধ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহ রাসূল! আমার ধন সম্পদ ও সন্তান আছে, কিন্তু আমার পিতা আমার সম্পদ ব্যবহার করে নিচ্ছেন।’

তিনি বললেন: ‘তুমি ও তোমার সম্পদ— এসবই তো তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানেরা হচ্ছে তোমাদের সেরা উপার্জনের অংশ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকেও খেতে পারো।’

আরেক বর্ণনায় আছে, লোকটি বললঃ ‘আমার পিতা আমার সম্পদ নিয়ে নিচ্ছেন।’ (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু)

পিতা মাতার অধিকার এত মহান যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সদ্যবহারকারীর দোয়া কবুল করেন। এর একটি প্রমাণ হচ্ছে সেই তিন ব্যক্তির ঘটনা— যাদের উপর একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো। তাদের একজন ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি তার পিতামাতার প্রতি অত্যন্ত সদ্যবহার করতেন। তিনি তার সেই নেক

আমলকে দোয়ার মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন। আর আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

আরেকটু প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন সর্বোত্তম তাবেয়ী সম্পর্কে বলেছিলেন— যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তা পূরণ করবেন। তার এই মর্যাদার কারণে সে তার মায়ের প্রতি ছিল খুবই সদয় ও অনুগত।

পিতা মাতার প্রতি সদাচরণের পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই রেখেছেন। কুরআন ও হাদিসের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, মা-বাবার আনুগত্যকারী আল্লাহ তায়ালা প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। পিতা মাতার আনুগত্যকারী সন্তানের দোয়া আল্লাহ তায়ালা খুব সহজে কবুল করে নেন। একইভাবে যে সন্তান পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করে থাকে, সে সন্তানের জন্য পিতা-মাতাও আল্লাহর কাছে কল্যাণের দোয়া করে থাকে। সন্তানের পিতা মাতার দোয়া কখনোই আল্লাহর দরবারে বুলে থাকে না। পিতা মাতার খেদমতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রিজিকের দরজা প্রশস্ত করে দেন। এর মাধ্যমে ধনাঢ্যতাও লাভ করা সম্ভব হয়। দুনিয়াবি অসংখ্য ফজিলত রয়েছেই, সাথে রয়েছে আখেরাতের অফুরন্ত পুরস্কার। পিতা মাতা সব সময়ই সন্তানের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে থাকে। যে সন্তান পিতা মাতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে আল্লাহও তার কল্যাণের সকল দরজা খুলে দেন। অপরদিকে যে সন্তান পিতা-মাতার নাফরমানী প্রদর্শন করে তার জন্য দুনিয়াবি লাঞ্ছনা তো বরাদ্দ আছেই, সেই সাথে আছে আখেরাতের চূড়ান্ত শাস্তি। তোমাদের প্রতি সদাচরণ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় একটি কাজ। মা-বাবার প্রতি সদাচরণ সন্তানের আয়ু বাড়ায়।

সাহাল ইবনে মুয়াজ রাঃ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, “সুসংবাদ তার জন্য যে তার মা বাবার সাথে সদ্যবহার করে। (আর এই কারণে) আল্লাহ তায়ালা তার আয়ু বাড়িয়ে দিবেন।” হাকিম, আল মুসতাদরাক, ৭৩২২; তারবানি, মু’জামুল কাবির(২০/১৯৮)

অপর এক হাদিসে এসেছে— আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, “যে ব্যক্তি চায়, তার আয়ু এবং রিজিক বাড়িয়ে দিক, তাহলে সে যেন তার

মা-বাবার সাথে সদাচরণ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।” (মুসনাদে আহমেদ:১৩১৪৯)

সাহাবীদের জীবনে পিতা-মাতার সম্মান

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও সদ্যবহারের ক্ষেত্রে ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাদের জীবন থেকে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.): তিনি তার মায়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তার মায়ের জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন এবং তাকে খাইয়ে দিতেন। এমনকি তিনি তার মায়ের জন্য রাতের বেলা জেগে থাকতেন এবং তার প্রয়োজন মেটাতে।

উয়াইস আল-কারনী (রহ.): যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না, তবে তার মায়ের প্রতি তার সেবা ও আনুগত্যের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং উমর (রা.)-কে তার কাছে দোয়া চাইতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উয়াইস আল-কারনী তার বৃদ্ধা মায়ের সেবায় এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য মদিনায় যেতে পারেননি।

আবু হুরায়রা (রা.): তিনি তার মায়ের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন তার মায়ের কাছে গিয়ে বলতেন, “আসসালামু আলাইকুম ইয়া উম্মাহাতাহ!” (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার মা!) তার মা উত্তর দিতেন, “ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া ওয়ালাদী!” (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার সন্তান!)।

এরপর আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, “আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, যেমন আপনি আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।” তার মা ও একই দোয়া করতেন।

ইবনে উমর(রা.): তিনি তার পিতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মক্কায় যাচ্ছিলেন এবং পথে এক বেদুইদুনের সাথে দেখা হলো। ইবনে উমর (রা.) তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে তার গাধায় বসিয়ে দিলেন। তিনি তাকে

কিছু টাকাও দিলেন। যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন যে, এই বেদুইন তার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং তিনি তার পিতার বন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, সাহাবীগণ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, সেবা ও আনুগত্যকে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি:- ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং ফকীহগণ পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের আলোচনায় পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব, তাদের আনুগত্যের সীমা এবং অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে :

ইমাম গাজ্জালী (রহ.): তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন’-এ ইমাম গাজ্জালী পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের উপর একটি বিস্তারিত অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পিতা-মাতার সেবা করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেখানে তিনি পিতা-মাতার প্রতি বিনয়, শ্রদ্ধা, আর্থিক সহায়তা এবং তাদের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

ইমাম নববী (রহ.): তাঁর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ গ্রন্থে ইমাম নববী পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের ফজিলত এবং তাদের অবাধ্যতার ভয়াবহতা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি এই হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব এবং তাদের অধিকার পালনের আবশ্যিকতা তুলে ধরেছেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.): তিনি পিতা-মাতার অধিকারকে আল্লাহর অধিকারের পরেই স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি অবাধ্যতাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি তাঁর ফাতওয়া ও গ্রন্থাবলীতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেখানে তিনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের বিভিন্ন দিক এবং তাদের আনুগত্যের সীমা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.): তিনি তাঁর ‘আল-জাওয়া বুলকাফী’ গ্রন্থে পিতা-মাতার অবাধ্যতার কুফল এবং এর দুনিয়াবী ও আখিরাতে শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণ: আধুনিক যুগের ইসলামী চিন্তাবিদগণও পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তারা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর সমাধানে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. তারিক রমাদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক আলেমগণ তাদের লেখনী ও বক্তৃতায় পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

এই সকল ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত সুউচ্চ এবং তাদের প্রতি সদ্যবহার ও আনুগত্য প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। তাদের আলোচনা গুলো কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং মুসলিমদের জীবনে এর বাস্তবায়নে উৎসাহিত করে।

বিশ্লেষণঃ ইসলামে পিতা-মাতার ধারণা, অবস্থান ও মর্যাদা একটি সুসংহত এবং গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, পিতা-মাতা কেবল জৈবিক সম্পর্ক নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বন্ধন। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার, সম্মান এবং আনুগত্যের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে।

কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে, যা তাদের মর্যাদার চূড়ান্ত প্রমাণ। সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত (১৭:২৩-২৪) এবং সূরা লুকমানের আয়াত (৩১:১৪-১৫) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পিতা-মাতার প্রতি সামান্যতম অসদাচরণও নিষিদ্ধ এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এমনকি অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতিও সদ্যবহারের নির্দেশ ইসলামের উদারতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্যকে জান্নাত লাভের সহজ পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং জিহাদের সমতুল্য আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মায়ের প্রতি তিনগুণ বেশি অধিকারের কথা উল্লেখ করে তার অপরিসীম

ত্যাগ ও কষ্টের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনে ।

সাহাবীগণের জীবন ছিল পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও সদ্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উয়াইস আল-কারন , আবু হুরায়রা এবং ইবনে উমর (রা.)-এর মতো মহান সাহাবীগণের কর্মপন্থা প্রমাণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন ।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ, যেমন ইমাম গাজ্জালী , ইমাম নববী , ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, তাদের গ্রন্থাবলীতে পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তারা পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব, তাদের আনুগত্যের সীমা এবং অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন । আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিকতা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন ।

সামগ্রিকভাবে, ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান কেবল সামাজিক বা পারিবারিক নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহন করে । তাদের প্রতি সদ্যবহার ও আনুগত্য প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং এটি একটি সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনে সহায়ক । এই শিক্ষাগুলো অনুসরণ করে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে ।

অধ্যায় ৩: পিতা-মাতার গুরুত্ব, ফজিলত ও অবদান

৩.১ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পিতা-মাতার গুরুত্বঃ ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের গুরুত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ। এই গুরুত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

মানবতার ভিত্তিঃ পিতা-মাতা মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। তাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব প্রজন্মের ধারা অব্যাহত থাকে। জন্মদান, লালন-পালন এবং শিক্ষা দানের মাধ্যমে তারা সন্তানের জীবনকে গড়ে তোলেন। এই মৌলিক অবদানই তাদের গুরুত্বকে অপরিহার্য করে তোলে।

সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাঃ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমাজে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকে, সেই সমাজে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ হয়। এটি একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণঃ পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার দুনিয়াতে বরকত, শান্তি এবং দীর্ঘায়ু বয়ে আনে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৯৯

এছাড়াও, পিতা-মাতার সেবা জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ পথ। এটি আখিরাতের সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা ও ইহসানঃ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ত্যাগ ও কষ্ট অপরিসীম। বিশেষ করে মায়ের গর্ভধারণ, প্রসব বেদনা এবং লালন-পালনের কষ্ট অতুলনীয়। এই সকল

ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি ইহসান (সদ্যবহার) করা সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এই সকল কারণগুলো ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তাদের প্রতি সদ্যবহার কেবল একটি ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং এটি মানবতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক সুস্থিতির জন্য অপরিহার্য।

৩.২ পিতা-মাতার ফজিলত

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার এবং তাদের সেবা করার অসংখ্য ফজিলত বা মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এই ফজিলতগুলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই প্রতিফলিত হয়:

জান্নাত লাভের সহজ পথ: পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ ও নিশ্চিত পথ। অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার সেবা জিহাদের মতো মহৎ ইবাদতের সমতুল্য এবং জান্নাত লাভের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, সে আল্লাহকে ও সন্তুষ্ট করতে পারে। এটি একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

দোয়া কবুল হওয়া : পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। তাদের দোয়া আল্লাহ তায়ালা দ্রুত কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না:

- ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া।
- রোজাদারের ইফতারের সময়ের দোয়া
- মজলুমের দোয়া।”

(সুনান আত-তিরমিজি, হাদীস নং ৩৫৯৮)

যদিও এই হাদীসে সরাসরি পিতা-মাতার দোয়ার কথা উল্লেখ নেই, তবে অন্যান্য হাদীস ও ইসলামী আলেমদের মতে, পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য বিশেষ ফজিলতপূর্ণ।
রিযিক বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু: পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার দুনিয়াতে রিযিক বৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু লাভের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক বৃদ্ধি পাক এবং তার আয়ু দীর্ঘ হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৭)

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আত্মীয়তার সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত এবং এর মাধ্যমে দুনিয়াবী কল্যাণ লাভ হয়।

গুনাহ মাফ হওয়া: পিতা-মাতার সেবা ও তাদের প্রতি সদ্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সন্তানের গুনাহ মাফ করে দেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তার গুনাহ মার্ফের জন্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে তার মায়ের সেবা করার নির্দেশ দেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৯)

শ্রেষ্ঠ আমল: কিছু হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারকে সালাত ও জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে, যা এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

এই সকল ফজিলতগুলো মুসলিমদেরকে পিতা-মাতার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ও অনুগত হতে উৎসাহিত করে এবং তাদের জীবনে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

৩.৩ পিতা-মাতার অবদান

পিতা-মাতার অবদান সন্তানের জীবনে অপরিসীম এবং এর কোনো তুলনা হয় না। জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ধাপে তাদের অবদান সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অবদানগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়:

জন্মদান ও লালন-পালন: পিতা-মাতার সবচেয়ে মৌলিক অবদান হলো সন্তানের জন্মদান এবং তাকে লালন-পালন করা। মা গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব বেদনা এবং সন্তানকে দুধ পান করানোর মতো কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। পিতা সন্তানের ভরণ-পোষণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রাথমিক অবদান ছাড়া সন্তানের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানের ১৪ আয়াতে মায়ের এই ত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন:

“আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দুই বছর লেগেছে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” (কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১:১৪)

শিক্ষা ও জ্ঞানদান: পিতা-মাতা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। তারা সন্তানকে প্রাথমিক জ্ঞান, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন। তারা সন্তানকে স্কুলে পাঠান এবং তাদের পড়াশোনার খরচ বহন করেন। সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনকে আলোকিত করেন।

নৈতিক ও চারিত্রিক গঠন: পিতা-মাতা সন্তানের নৈতিক ও চারিত্রিক গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা সন্তানকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখান। ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতে সন্তানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফল হতে সাহায্য করে।

আর্থিক সহায়তা ও নিরাপত্তা: পিতা-মাতা সন্তানের আর্থিক চাহিদা পূরণ করেন এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করেন। তারা সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই আর্থিক সহায়তা সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

স্নেহ, ভালোবাসা ও মানসিক সমর্থন: পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালোবাসা এবং মানসিক সমর্থন প্রদান করেন। তারা সন্তানের দুঃখে দুঃখী হন এবং

সুখে আনন্দিত হন। সন্তানের যে কোনো সমস্যায় তারা পাশে থাকেন এবং তাদের সাহস জোগান। এই মানসিক সমর্থন সন্তানের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক।

দোয়া ও কল্যাণ কামনা: পিতা-মাতা সবসময় সন্তানের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে দ্রুত কবুল হয়। এই দোয়া সন্তানের জীবনে বরকত ও সফলতা বয়ে আনে।

এই সকল অবদানগুলো সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। তাদের এই ত্যাগ ও অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা প্রতিটি সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

৩.৪ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৩-এর আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব, ফজিলত ও অবদান অপরিসীম এবং এটি সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার পাশাপাশি ইসলামী চিন্তাবিদগণের ব্যাখ্যা এবং সাহাবীগণের জীবন থেকে প্রাপ্ত উদাহরণগুলো এই বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করে।

পিতা-মাতার গুরুত্ব কেবল তাদের জন্মদান ও লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবজাতির অস্তিত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকারকে স্থান দিয়ে তাদের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এই নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যকে একটি মৌলিক ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফজিলতগুলো মুসলিমদেরকে এই দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে। জান্নাত লাভের সহজ পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দোয়া কবুল হওয়া, রিযিক বৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু এবং গুনাহ মাফ হওয়ার মতো মহৎ পুরস্কারগুলো পিতা-মাতার

সেবার সাথে জড়িত। এই ফজিলতগুলো সন্তানের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতিতে সহায়ক হয়।

পিতা-মাতার অবদান সন্তানের জীবনে বহুমুখী। জন্মদান ও লালন-পালন থেকে শুরু করে শিক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক গঠন, আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তা, স্নেহ, ভালোবাসা, মানসিক সমর্থন এবং কল্যাণ কামনা—এই সকল ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মায়ের ত্যাগ ও কষ্ট অতুলনীয়, যা কুরআনুল কারীমে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, পিতা-মাতার গুরুত্ব, ফজিলত ও অবদান সন্তানের জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের প্রতি সদ্যবহার, সম্মান ও আনুগত্য কেবল একটি ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং এটি মানবতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক সুস্থিতির জন্য অপরিহার্য। এই শিক্ষাগুলো অনুসরণ করে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং একটি সুন্দর, সুসংহত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারে।

অধ্যায় ৪: পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.১ সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট। এই দায়িত্বগুলো কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে অপরিসীম ত্যাগ ও অবদান, তার প্রতিদান হিসেবে সন্তানের উপর কিছু সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়:

সদ্যবহার ও সদাচরণ: পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা সন্তানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। এর অর্থ হলো তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলা, তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা (যদি তা শরীয়তবিরোধী না হয়), এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার কঠোরতা বা দুর্ব্যবহার না করা।

আনুগত্য ও মান্যতা: পিতা-মাতার বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। তবে, যদি তারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার নির্দেশ দেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪০)

এই নীতিটি পিতা-মাতার আনুগত্যের সীমা নির্ধারণ করে।

শ্রদ্ধা ও সম্মান: পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা সন্তানের কর্তব্য। তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলা, তাদের আগে না হাঁটা, তাদের বসার আগে না বসা এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ না করা শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

সেবা ও যত্ন: পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাদের সেবা ও যত্ন করা সন্তানের উপর ফরয। তাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের আরামের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করা সন্তানের দায়িত্ব।

দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা: পিতা-মাতার জন্য সবসময় দোয়া করা এবং তাদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সন্তানের কর্তব্য। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই দোয়ার শিক্ষা দিয়েছেন:

“আর তাদের প্রতি বিনয় ও দয়ার ডানা অবনত করো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।’” (কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৪)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: পিতা-মাতার অপরিসীম ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের প্রতি মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি কর্মের মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

এই সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

৪.২ আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন পিতা-মাতা বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়েন এবং নিজেদের ভরণ-পোষণ চালাতে অক্ষম হন, তখন তাদের আর্থিক দায়িত্ব সন্তানের উপর বর্তায়। এই দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ:

ভরণ-পোষণ: সন্তানের উপর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করা ফরয, যদি পিতা-মাতা দরিদ্র হন এবং সন্তান সচ্ছল হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

“আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের জন্য ব্যয় করো, যতক্ষণ না তারা তাদের গর্ভধারণ পূর্ণ করে।” (সূরা তালাক, ৬৫:৬)

যদিও এই আয়াতটি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সম্পর্কে, তবে এর ব্যাপকতা থেকে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের গুরুত্বও অনুমেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তোমার সম্পদ এবং তোমার সন্তান তোমার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমার সন্তানের সম্পদ থেকে খাও।” (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৯১)

এই হাদীসটি সন্তানের সম্পদের উপর পিতা-মাতার অধিকারকে স্পষ্ট করে।

চিকিৎসা ও ঔষধের খরচ: পিতা-মাতা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

আশ্রয় ও বাসস্থান: পিতা-মাতার যদি নিজস্ব বাসস্থান না থাকে বা তারা নিজেদের বাসস্থানের খরচ বহন করতে অক্ষম হন, তবে সন্তান তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে।

অন্যান্য মৌলিক চাহিদা: খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সন্তানের আর্থিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। পিতা-মাতার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল খরচ সন্তানকে বহন করতে হবে।

পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ: যদি পিতা-মাতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান এবং তাদের সম্পদ না থাকে, তবে সচ্ছল সন্তানের উপর সেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বর্তায়। এটি পিতা-মাতার প্রতি ইহসানের একটি অংশ।

পিতা-মাতার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ: যদি পিতা-মাতা বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে নিজেদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম হন, তবে সন্তান তাদের সম্পদ দেখাশোনা করবে এবং তা সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।

এই আর্থিক দায়িত্বগুলো সন্তানের উপর একটি পবিত্র আমানত এবং এটি পালনের মাধ্যমে সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

৪.৩ মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তাদের শারীরিক ও আর্থিক যত্নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বগুলো পিতা-মাতার মানসিক শান্তি, সামাজিক মর্যাদা এবং সামগ্রিক সুস্থ জীবন নিশ্চিত করে:

মানসিক শান্তি ও সান্ত্বনা: সন্তানের উচিত পিতা-মাতাকে মানসিক শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়া। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের একাকীত্ব দূর করা সন্তানের দায়িত্ব। বিশেষ করে বার্ধক্যে তারা যখন শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাদের পাশে থাকা এবং তাদের মানসিক সমর্থন দেওয়া অপরিহার্য।

পরামর্শ গ্রহণ ও সম্মান: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাদের মতামতকে সম্মান জানানো উচিত। যদিও সন্তান স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাকে মূল্য দেওয়া সন্তানের জন্য কল্যাণকর।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা: পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের সামাজিক দায়িত্ব। এটি পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি অংশ এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৬)

সুনাম রক্ষা: পিতা-মাতার সুনাম ও মর্যাদা রক্ষা করা সন্তানের কর্তব্য। এমন কোনো কাজ না করা, যা তাদের সম্মানহানি ঘটাতে পারে। বরং তাদের ভালো কাজের জন্য গর্ব করা এবং তাদের আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত।

অসুস্থ অবস্থায় সেবা: পিতা-মাতা অসুস্থ হলে তাদের পাশে থাকা, তাদের সেবা করা এবং তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করা সন্তানের মানসিক দায়িত্ব। তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মমতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা: পিতা-মাতার সামনে ঝগড়া-বিবাদ বা উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। তাদের সামনে শান্ত ও বিনয়ী আচরণ করা সন্তানের কর্তব্য।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর: পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের কিছু মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ব থাকে। তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের পক্ষ থেকে সদকা করা, তাদের ঋণ পরিশোধ করা এবং তাদের বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এই দায়িত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১)

এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান পিতা-মাতার প্রতি তাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে পারে।

৪.৪ অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব

পিতা-মাতা যখন অসুস্থ বা বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এই সময়ে তাদের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন হয়। ইসলাম এই পরিস্থিতিতে সন্তানের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে:

সর্বোত্তম সেবা ও যত্ন: অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সর্বোত্তম সেবা ও যত্ন করা অপরিহার্য। তাদের শারীরিক কষ্ট লাঘব করা, ঔষধপত্র সময়মতো খাওয়ানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাদের আরামের ব্যবস্থা করা সন্তানের কর্তব্য।

মানসিক সমর্থন ও সান্ত্বনা: অসুস্থতা ও বার্ধক্যে পিতা-মাতা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এই সময়ে তাদের মানসিক সমর্থন, সান্ত্বনা এবং সাহস দেওয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সাথে সময় কাটানো, তাদের কথা শোনা এবং তাদের একাকীত্ব দূর করা উচিত।

ধৈর্য ও সহনশীলতা: অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা অনেক সময় খিটখিটে মেজাজের হতে পারেন বা তাদের আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সন্তানের উচিত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাদের সাথে আচরণ করা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করা।

চিকিৎসার ব্যবস্থা: তাদের অসুস্থতার জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা সন্তানের আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

দোয়া ও প্রার্থনা: পিতা-মাতার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা সন্তানের কর্তব্য। তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমত কামনা করা উচিত।

পিতা-মাতার ইচ্ছা পূরণ: যদি পিতা-মাতার কোনো বৈধ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সন্তানের উচিত তা পূরণ করার চেষ্টা করা, যতক্ষণ না তা শরীয়তবিরোধী হয়। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন জান্নাত লাভের একটি বড় সুযোগ।

৪.৫ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দায়িত্ব

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সন্তানের উপর বর্তায়। এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান মৃত পিতা-মাতার জন্য ইহসান ও কল্যাণ কামনা করতে পারে এবং তাদের পরকালীন জীবনে উপকার সাধন করতে পারে:

দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা: মৃত পিতা-মাতার জন্য নিয়মিত দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহ মাফ ও জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের জন্য প্রার্থনা করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১)

এই হাদীসটি নেক সন্তানের দোয়ার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

সদকায়ে জারিয়া: পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান) করা, যেমন মসজিদ নির্মাণ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, বা গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা। এর সওয়াব মৃত পিতা-মাতার আমলনামায় পৌঁছে যায়।

ঋণ পরিশোধ: যদি পিতা-মাতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান, তবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অথবা সন্তান নিজের সম্পদ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করবে। এটি মৃত ব্যক্তির হক এবং এর মাধ্যমে তারা পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

অসিয়ত পূরণ: পিতা-মাতা যদি কোনো বৈধ অসিয়ত (উইল) করে যান, তবে সন্তানের উচিত তা পূরণ করা। তবে, অসিয়ত শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে এবং তা মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা: পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়া সন্তানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫২)

পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা: মৃত পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের সম্পর্কে কোনো প্রকার খারাপ কথা না বলা সন্তানের দায়িত্ব।

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরাহ: যদি পিতা-মাতা হজ বা উমরাহ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা আদায় করতে না পারেন, তবে সচ্ছল সন্তানের উচিত তাদের পক্ষ থেকে হজ বা উমরাহ আদায় করা।

কুরআন তিলাওয়াত ও ইসালে সওয়াব: পিতা-মাতার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর সওয়াব তাদের রুহের উপর ইসাল করা (পৌঁছে দেওয়া) যেতে পারে। যদিও

এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশ আলেম এটিকে জায়েজ মনে করেন।

এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান মৃত পিতা-মাতার প্রতি তাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের পরকালীন জীবনে উপকার সাধন করতে পারে।

৪.৬ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৪-এর আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট। এই দায়িত্বগুলো কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে অপরিসীম ত্যাগ ও অবদান, তার প্রতিদান হিসেবে সন্তানের উপর কিছু সাধারণ, আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ব এবং অসুস্থ ও বৃদ্ধ অবস্থায় বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে।

সাধারণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে সদ্ব্যবহার, আনুগত্য, শ্রদ্ধা, সেবা, দোয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে এই দায়িত্বের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসগুলোও এই নির্দেশনার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করে।

আর্থিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে, পিতা-মাতা যখন নিজেদের ভরণ-পোষণ চালাতে অক্ষম হন, তখন সন্তানের উপর তাদের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব বর্তায়। সন্তানের সম্পদের উপর পিতা-মাতার অধিকারকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এটি সন্তানের জন্য একটি পবিত্র আমানত হিসেবে বিবেচিত।

মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বগুলো পিতা-মাতার মানসিক শান্তি, সামাজিক মর্যাদা এবং সামগ্রিক সুস্থ জীবন নিশ্চিত করে। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের পরামর্শ

গ্রহণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সুনাম রক্ষা করা সন্তানের কর্তব্য। বিশেষ করে অসুস্থতা ও বার্ধক্যে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন, মানসিক সমর্থন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, সদকায়ে জারিয়া করা, ঋণ পরিশোধ করা, অসিয়ত পূরণ করা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এই দায়িত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান মৃত পিতা-মাতার জন্য ইহসান ও কল্যাণ কামনা করতে পারে এবং তাদের পরকালীন জীবনে উপকার সাধন করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের অংশ। এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন করতে পারে এবং একটি সুন্দর, সুসংহত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং মানবতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক সুস্থিতির জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায় ৫: সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

৫.১ সন্তানের প্রতি সাধারণ দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আমানত, যার সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার উপর ফরয। এই দায়িত্বগুলো কেবল দুনিয়াবী নয়, বরং আখিরাতের সফলতার সাথেও জড়িত। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কিছু সাধারণ দায়িত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

সুন্দর নাম রাখা: সন্তানের জন্মের পর তার জন্য একটি সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমাদের নাম সুন্দর রাখো।” (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৩২)

সুন্দর নাম সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং এর মাধ্যমে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

আকীকা করা: সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা সুন্নাত। আকীকা হলো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং সন্তানের জন্য বরকত কামনা করা। পুত্র সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করার বিধান রয়েছে।

লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ: সন্তানের লালন-পালন এবং তার ভরণ-পোষণ করা পিতা-মাতার উপর অপরিহার্য। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা তাদের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

“আর সন্তানের পিতার উপর তাদের (মায়েদের) ভরণ-পোষণ ও পোশাকের দায়িত্ব রয়েছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে।” (সূরা বাকারা, ২:২৩৩)

স্নেহ ও ভালোবাসা: সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা ও মমতা প্রদর্শন করা পিতা-মাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছেন:

“যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯১৯)

সুশিক্ষা প্রদান: সন্তানকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় প্রকার সুশিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাদের ইসলামী জ্ঞান, নৈতিকতা এবং চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো দান দিতে পারে না।” (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২)

ন্যায়বিচার ও সমতা: পিতা-মাতা সকল সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় রাখবেন। তাদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা উচিত নয়, বিশেষ করে ভালোবাসা, উপহার এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে।

বিবাহের ব্যবস্থা: সন্তান যখন সাবালক হয় এবং বিবাহের উপযুক্ত হয়, তখন তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটি সন্তানের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সহায়ক।

এই সাধারণ দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন এবং একটি সুস্থ ও সুন্দর প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন।

৫.২ সন্তানের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আর্থিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সন্তানের ভরণ-পোষণকে পিতা-মাতার উপর ফরয করেছে। এই দায়িত্বগুলো সন্তানের সুস্থ বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অপরিহার্য:

ভরণ-পোষণ: সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার মৌলিক আর্থিক দায়িত্ব। সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বা নিজের উপার্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

“আর সন্তানের পিতার উপর তাদের (মায়েদের) ভরণ-পোষণ ও পোশাকের দায়িত্ব রয়েছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে।” (সূরা বাকারা, ২:২৩৩)

শিক্ষার ব্যয়ভার: সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটি দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করাও এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

চিকিৎসার খরচ: সন্তান অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল খরচ বহন করা পিতা-মাতার উপর অপরিহার্য। সন্তানের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব।

বিয়ের খরচ: সন্তান যখন বিবাহের উপযুক্ত হয় এবং নিজের উপার্জনে বিয়ের খরচ বহন করতে অক্ষম হয়, তখন সামর্থ্য অনুযায়ী তার বিয়ের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটি সন্তানের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সহায়ক।

ন্যায্য উত্তরাধিকার: পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের জন্য ন্যায্য উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া উচিত। ইসলামে উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা পিতা-মাতার জন্য অনুসরণ করা অপরিহার্য।

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা: সন্তানের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করা বা সম্পদ গড়ে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটি সন্তানের জীবনকে আরও স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

এই আর্থিক দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন এবং সন্তানের জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর করতে পারেন।

৫.৩ সন্তানের প্রতি নৈতিক ও শিক্ষাগত দায়িত্ব

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার নৈতিক ও শিক্ষাগত দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে সন্তানের সুশিক্ষা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্বগুলো সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ভিত্তি স্থাপন করে:

দ্বীনি শিক্ষা প্রদান: সন্তানকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, যেমন কুরআন, হাদীস, আকীদা, ইবাদত (সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত) এবং হালাল-হারামের জ্ঞান প্রদান করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো দান দিতে পারে না।” (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২)

এই শিক্ষা সন্তানের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন: সন্তানকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, ক্ষমা, বিনয়, শালীনতা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মতো উত্তম নৈতিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। তাদের মধ্যে মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, হিংসা করা বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতে হবে।

আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা: সন্তানকে সামাজিক আদব-কায়দা, যেমন বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, মেহমানের আপ্যায়ন করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদান: দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানকে দুনিয়াবী শিক্ষা, যেমন পড়ালেখা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটি সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং হালাল উপার্জনের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন: পিতা-মাতা সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ। তাদের নিজেদের আচরণ, কথা এবং জীবনযাপন সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই পিতা-মাতার উচিত নিজেদেরকে উত্তম আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা।

ভুল সংশোধনে সহায়তা: সন্তান যখন ভুল করে, তখন তাকে ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং তা সংশোধনে সহায়তা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। কঠোরতা বা তিরস্কারের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত।

ভালো কাজের প্রশংসা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা: সন্তান যখন ভালো কাজ করে, তখন তার প্রশংসা করা এবং তাকে উৎসাহিত করা উচিত। আর যখন সে মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাকে সতর্ক করা এবং তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা উচিত।

এই নৈতিক ও শিক্ষাগত দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে একজন আদর্শ মুসলিম এবং সমাজের একজন সুনামজনক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

৫.৪ সন্তানের প্রতি মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ব

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বগুলো তাদের শারীরিক ও শিক্ষাগত যত্নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বগুলো সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশ, সামাজিকীকরণ এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে:

মানসিক সমর্থন ও নিরাপত্তা: সন্তানের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। তাদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং মানসিক সমর্থন প্রদান করা উচিত। সন্তানকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত অনুভব করানো এবং তাদের ভয়, উদ্বেগ বা হতাশা দূর করতে সহায়তা করা অপরিহার্য।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি: সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাদের ভালো কাজের প্রশংসা করা, তাদের প্রচেষ্টাকে মূল্য দেওয়া এবং তাদের সক্ষমতার উপর আস্থা রাখা উচিত। এটি সন্তানকে নতুন কিছু শিখতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎসাহিত করে।

সামাজিকীকরণ ও মূল্যবোধ শিক্ষা: সন্তানকে সমাজের সাথে মিশতে শেখানো এবং সামাজিক মূল্যবোধ, যেমন সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অন্যের প্রতি সম্মান এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা উচিত।

খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ: সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া অপরিহার্য। এটি তাদের শারীরিক ও মানসিক চাপ কমাতে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

যোগাযোগ ও পরামর্শ: সন্তানের সাথে খোলামেলা যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাদের সমস্যা, অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা মনোযোগ দিয়ে শোনা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাদের সঠিক পরামর্শ দেওয়া এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে উৎসাহিত করা উচিত।

সীমা নির্ধারণ ও শৃঙ্খলা: সন্তানের জন্য সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি। এটি তাদের দায়িত্বশীল হতে এবং সঠিক-ভুল বুঝতে সহায়তা করে। তবে, শৃঙ্খলা আরোপের ক্ষেত্রে কঠোরতা বা শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে ভালোবাসা ও যুক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত।

নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা: সন্তানকে সমাজের নেতিবাচক প্রভাব, যেমন খারাপ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, ইন্টারনেট আসক্তি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে রক্ষা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তাদের ভালো পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

এই মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে একজন সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

৫.৫ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৫-এর আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সন্তানকে কেবল জন্ম দিলেই পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক বিকাশের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। এই দায়িত্বগুলো সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং একটি সুস্থ, সুসংহত পরিবার ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে সন্তানের জন্য সুন্দর নাম রাখা, আকীকা করা, লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করা, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদান করা, সুশিক্ষা দেওয়া, ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় রাখা এবং বিবাহের ব্যবস্থা করা অন্যতম। এই দায়িত্বগুলো সন্তানের মৌলিক অধিকার এবং পিতা-মাতার উপর আরোপিত ফরয।

আর্থিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে, সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার মৌলিক কর্তব্য। সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বা নিজের

উপার্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এছাড়াও, সন্তানের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করা এবং ন্যায্য উত্তরাধিকার রেখে যাওয়াও পিতা-মাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিক ও শিক্ষাগত দায়িত্বগুলো সন্তানের চরিত্র গঠন এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, নৈতিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শেখানো, দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত করা এবং উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা পিতা-মাতার জন্য অপরিহার্য। এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান একজন আদর্শ মুসলিম এবং সমাজের একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বগুলো সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশ, সামাজিকীকরণ এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। মানসিক সমর্থন ও নিরাপত্তা প্রদান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিকীকরণ ও মূল্যবোধ শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া, খোলামেলা যোগাযোগ স্থাপন, সীমা নির্ধারণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

সামগ্রিকভাবে, ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের অংশ। এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন এবং একটি সুস্থ, সুখী ও সফল প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন, যা ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই কল্যাণ বয়ে আনবে।

অধ্যায় ৬: পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও এর পরিণতি

৬.১ পিতা-মাতার অবাধ্যতার সংজ্ঞা

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি গুরুতর পাপ এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবাধ্যতা বলতে সাধারণত পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করা, তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা, তাদের কষ্ট দেওয়া, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং তাদের অধিকার আদায় না করাকে বোঝায়। আরবিতে একে ‘উকুকুল ওয়ালিদাইন’ (عقوق الوالدين) বলা হয়, যার অর্থ পিতা-মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা বা তাদের অধিকার নষ্ট করা।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা কেবল তাদের সরাসরি আদেশ অমান্য করা নয়, বরং তাদের প্রতি সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

“তাদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি ‘উফ’ শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।” (কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৩)

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, পিতা-মাতার প্রতি ‘উফ’ (উহ্) শব্দটিও বলা যাবে না, যা বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতার ক্ষুদ্রতম প্রকাশ। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাদের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ আচরণ বা অসম্মান প্রদর্শন করা কত বড় পাপ।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার কিছু সাধারণ রূপ:

- **আদেশ অমান্য করা:** শরীয়তবিরোধী না হলে পিতা-মাতার বৈধ আদেশ অমান্য করা অবাধ্যতার শামিল।
- **অসম্মান প্রদর্শন:** তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা, তাদের সামনে পা লম্বা করে বসা, তাদের নাম ধরে ডাকা বা তাদের প্রতি অবজ্ঞামূলক আচরণ করা।
- **কষ্ট দেওয়া:** শারীরিক বা মানসিক যেকোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া।

- **ভরণ-পোষণ না করা:** সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ বা বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করা।
- **সম্পর্ক ছিন্ন করা:** পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাদের থেকে দূরে থাকা।
- **বদদোয়া নেওয়া:** এমন কাজ করা যার ফলে পিতা-মাতা সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে কবীরা গুনাহ (বড় পাপ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না?” তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীরা বললেন, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪)

এই হাদীসটি পিতা-মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহতা তুলে ধরে এবং এটিকে শিরকের পরেই স্থান দিয়েছে, যা ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ।

সুতরাং, পিতা-মাতার অবাধ্যতা কেবল একটি সামাজিক অপরাধ নয়, বরং এটি একটি গুরুতর ধর্মীয় অপরাধ, যার ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

৬.২ কুরআন ও হাদীসের আলোকে অবাধ্যতার পরিণতি

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণতি ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই অত্যন্ত ভয়াবহ। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে এর কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের অবাধ্যতার বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। পিতা-মাতার নির্দেশ অমান্য করা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শামিল, যা তাঁর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। অবাধ্যতার কয়েকটি পরিণাম দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত কঠিন।

জাহান্নামের শাস্তি: পিতা-মাতার অবাধ্যতা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। যারা পিতা-মাতার হুকুম আদায় করে না এবং তাদের কষ্ট দেয়, তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও অপমান: অবাধ্য সন্তান দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়। তাদের জীবনে বরকত থাকে না এবং তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য হাদীসে পিতা-মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে শিরকের পরেই সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত: অবাধ্য সন্তান জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দায়ুস (যে তার পরিবারের অশ্লীলতা দেখেও নীরব থাকে) এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী।” (সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৫৬২)

আল্লাহর অভিশাপ: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“আল্লাহ অভিশাপ করেন তাকে, যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ করে।”

দুনিয়াতে শাস্তি: পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“এমন কোনো পাপ নেই যা পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে দ্রুত শাস্তি নিয়ে আসে।” (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৮)

আমল কবুল না হওয়া: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোনো আমল কবুল হয় না।

“তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদখোর এবং দান করে খোঁটা দানকারী।” (সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৫৬২)

এই সকল কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ এবং এর পরিণতি ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই ধ্বংসাত্মক। একজন মুসলিমের জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার এবং তাদের আনুগত্য করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬.৩ অবাধ্যতার সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কেবল সন্তানের ব্যক্তিগত জীবনকেই প্রভাবিত করে না, বরং এর সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব রয়েছে। এটি পরিবার ও সমাজের কাঠামোকে দুর্বল করে এবং বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেয়।

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া: পিতা-মাতার অবাধ্যতা পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। সন্তানের অবাধ্য আচরণ পরিবারে অশান্তি, অবিশ্বাস এবং দূরত্বের সৃষ্টি করে। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অভাব তৈরি করে।

পিতা-মাতার মানসিক কষ্ট: অবাধ্য সন্তানের কারণে পিতা-মাতা মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান। তাদের স্বপ্ন, আশা এবং ত্যাগ যখন সন্তানের অবাধ্যতার কারণে ব্যর্থ হয়, তখন তারা গভীর দুঃখ ও হতাশায় ভোগেন। এই মানসিক কষ্ট তাদের শারীরিক অসুস্থতার কারণও হতে পারে।

অন্যান্য সন্তানের উপর প্রভাব: অবাধ্য সন্তানের আচরণ পরিবারের অন্যান্য সন্তানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ছোটরা বড়দের দেখে শেখে, তাই অবাধ্য বড় ভাই-বোনদের দেখে ছোটরাও অবাধ্য হতে উৎসাহিত হতে পারে। এটি পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

সামাজিক অবক্ষয়: একটি পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। যখন পরিবারে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়, তখন এর প্রভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এটি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় এবং সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

বংশপরম্পরায় অবাধ্যতা: অবাধ্য সন্তানরা প্রায়শই তাদের নিজেদের সন্তানদের কাছ থেকেও একই ধরনের অবাধ্যতার শিকার হয়। এটি একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে, যেখানে অবাধ্যতা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের প্রতি সদ্যবহার করবে।” (আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং ৭২৫৮)

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: অবাধ্য সন্তানরা সমাজে প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যায় এবং তারা সামাজিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। এটি তাদের একাকীত্ব এবং হতাশার দিকে ঠেলে দেয়।

ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব: পিতা-মাতার অবাধ্যতা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের পরিচায়ক। এটি সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নৈতিকতার প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি করে।

এই সকল প্রভাব থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা কেবল একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ব্যাধি, যা পরিবার ও সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

৬.৪ অবাধ্যতার কারণ ও প্রতিকার

পিতা-মাতার অবাধ্যতার পেছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এই কারণগুলো চিহ্নিত করে সঠিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

অবাধ্যতার কারণসমূহ

পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে অবহেলা: অনেক সময় পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। যেমন, পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া, ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা, সঠিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ না দেওয়া, অথবা তাদের প্রয়োজন পূরণ না করা, বিশেষ করে সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না করা। এতে করে সন্তান সঠিক তারবিয়াত থেকে বঞ্চিত হয়। তারা নিজের ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝার আগেই পিতা-মাতার অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়।

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে অন্যায় আচরণ: কিছু ক্ষেত্রে পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, যেমন অতিরিক্ত কঠোরতা, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, পক্ষপাতিত্ব, অথবা তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া। এই ধরনের আচরণ সন্তানের মনে বিদ্রোহের জন্ম দেয়।

ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব: ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার ও তাদের প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা অবাধ্যতার একটি বড় কারণ। যখন সন্তানরা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে থাকে, তখন তারা এই বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত থাকে না।

খারাপ সঙ্গ: সন্তানের খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা তাদের অবাধ্য করে তুলতে পারে। খারাপ সঙ্গীরা তাদের পিতা-মাতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে।

মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব: আধুনিক মিডিয়া, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অনেক সময় সন্তানের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং ভোগবাদী জীবনধারার প্রভাবে তারা পিতা-মাতার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংকার: কিছু সন্তান আত্মকেন্দ্রিক ও অহংকারী হয়। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করে এবং পিতা-মাতার উপদেশ বা নির্দেশনাকে গুরুত্ব দেয় না।

পারিবারিক কলহ: পিতা-মাতার মধ্যে কলহ বা অশান্তি সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের মধ্যে অবাধ্যতার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে।

ইসলাম বিদ্বেষ: বর্তমান সময়ে এসে কিছু পরিবার বিভিন্ন কারণে ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকায় অবতরণ করেছে। ইসলামকে তারা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতা মনে করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে সেই পরিবারের সন্তানেরাও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। ইসলামীক শিক্ষার অভাবে সন্তানেরা নিজেদের অজান্তেই পরিবেশ থেকে সমাজের খারাপ শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করে। এর ফলে তারা পথভ্রষ্টতায় বেড়ে উঠে।

জেনেটিক্যাল ও প্যারানরমাল সমস্যা: অনেক সময় পরিবারের মা অথবা বাবা অথবা পরিবারের অন্য সদস্য চরম বদ মেজাজি হয়ে থাকেন। বংশপরম্পরায় তাদের সন্তানেরাও তাদের সেই জেনেটিক্যাল বৈশিষ্ট্য বহন করে। ফলে তারাও বদ মেজাজি হয়ে উঠে এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্যারানরমাল সমস্যা যেমন, বদনজর-হিংসা, জ্বীন-যাদুর প্রভাবে পরিবারের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়।

অবাধ্যতার প্রতিকার

পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি গুরুতর সমস্যা হলেও, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব।

ধর্মীয় শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: সন্তান ও পিতা-মাতা উভয়কেই ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার ও তাদের প্রতি সদ্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতা: পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদান করতে হবে, সঠিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। প্রতিটি সন্তানকে দুনিয়াবি শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

পিতা-মাতার সদ্ব্যবহার: পিতা-মাতাকে সন্তানের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা পরিহার করতে হবে।

উত্তম সঙ্গ নির্বাচন: সন্তানদের উত্তম সঙ্গীদের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে রাখতে হবে।

মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার: সন্তানদের মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে এবং তাদের মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা: পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পিতা-মাতার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরামর্শ ও দোয়া: যদি কোনো সন্তান অবাধ্য হয়, তবে পিতা-মাতাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ আলেম বা মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

কাউন্সেলিং ও রুকইয়াহ: পারিবারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সবসময় সকাল-সন্ধ্যা হেফাজতের আমল করতে হবে। যদি, পারিবারিক কোন সমস্যা দেখা দেয় তবে তার মূল উৎস খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। সর্বদা রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানসিক সমস্যাজনিত কারণে পারিবারিক অশান্তি হলে কাউন্সেলিং নিতে হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক অশান্তির মূল উৎস খুঁজে বের করাই মুশকিল হয়ে

পড়ে। সেক্ষেত্রে সেটি বদনজর-হিংসা, জ্বীন-যাদুর সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাই এমন কিছু হলে অবশ্যই স্বপরিবারে রুকইয়াহ করতে হবে।

এই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে পিতা-মাতার অবাধ্যতা রোধ করা এবং একটি সুস্থ ও সুসংহত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব।

৬.৫ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৬-এর আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি অত্যন্ত গুরুতর পাপ, যার ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনে ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে। কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য স্থানে এই বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং এটিকে শিরকের পরেই সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পিতা-মাতার অবাধ্যতার সংজ্ঞা শুধু তাদের সরাসরি আদেশ অমান্য করা নয়, বরং তাদের প্রতি সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করা, অসম্মান প্রদর্শন করা, কষ্ট দেওয়া, ভরণ-পোষণ না করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাদের বদদোয়া নেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। এই অবাধ্যতা পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে, পিতা-মাতাকে মানসিক কষ্ট দেয়, অন্য সন্তানদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক অবক্ষয় ঘটায়। অবাধ্যতা বংশ পরম্পরায় চলতে পারে এবং অবাধ্য সন্তানরা সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অবাধ্যতার পেছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান, যার মধ্যে পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে অবহেলা, তাদের পক্ষ থেকে অন্যায় আচরণ, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, খারাপ সঙ্গ, মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংকার এবং পারিবারিক কলহ অন্যতম। এই কারণগুলো সন্তানের মনে ক্ষোভ, বিরক্তি বা বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে। এই গুরুতর সমস্যার প্রতিকারের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতা ও সদ্ব্যবহার, উত্তম সঙ্গ নির্বাচন, মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ, দোয়া ও রুকইয়াহ অপরিহার্য। পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাধি, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এর প্রতিকারের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রয়োজন, যাতে একটি সুস্থ, সুখী এবং সুসংহত পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

অধ্যায় ৭: সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ ও সমাধান

৭.১ আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার কারণ

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা, যা বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে সম্মিলিত ফল। এই কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা: আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার ধারণা প্রবল। ব্যক্তিরা নিজের জীবন, কর্মজীবন এবং পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়, যা অনেক সময় পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে।

পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন: ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবারে প্রবণতা বাড়ছে। এতে পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখাশোনার দায়িত্ব একক সন্তানের ওপর পড়ে, যা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় কোন সন্তানই পিতা-মাতার দায়িত্ব নিতে চায় না, যা একটি গুরুতর সমস্যা।

কর্মজীবনের চাপ ও ব্যস্ততা: আধুনিক জীবনে কর্মজীবনের চাপ এবং ব্যস্ততা অনেক বেশি। সন্তানেরা তাদের কর্মজীবনের উন্নতির জন্য দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং প্রায়শই পিতা-মাতার জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারে না।

অর্থনৈতিক চাপ: জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা অনেক সময় সন্তানদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা নিজেদের পরিবার এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণেই হিমশিম খায়, ফলে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে।

ভৌগোলিক দূরত্ব: কর্মসংস্থান বা অন্যান্য কারণে সন্তানরা প্রায়শই পিতা-মাতা থেকে দূরে বসবাস করে। এই ভৌগোলিক দূরত্ব তাদের নিয়মিত দেখাশোনা এবং যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়: আধুনিক সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে, যা পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের একটি অন্যতম কারণ।

শিক্ষার অভাব: ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার ও তাদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক শিক্ষার অভাবও পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণ হতে পারে। যখন সন্তানরা এই বিষয়ে অবগত থাকে না, তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালনে উদাসীন হয়।

মিডিয়ার প্রভাব: পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং ভোগবাদী জীবনধারার প্রচার অনেক সময় সন্তানদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করে। তারা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বকে বোঝা মনে করতে শুরু করে। কেবল অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করাকেই জীবনে একমাত্র সফলতা বলে মনে করতে থাকে।

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ভুল: কিছু ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ভুল বা অন্যায় আচরণও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবহেলা প্রদর্শনের কারণ হতে পারে, যেমন অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, পক্ষপাতিত্ব বা সন্তানের প্রতি অবিচার।

এই কারণগুলো আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

৭.২ ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব

ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার আধুনিক সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। একদিকে যেমন এটি যোগাযোগের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এর নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়।

যোগাযোগের ধরন পরিবর্তন: ডিজিটাল প্রযুক্তি যোগাযোগের ধরনকে আমূল পরিবর্তন করেছে। সন্তানরা এখন পিতা-মাতার সাথে সরাসরি কথা বলার পরিবর্তে অনলাইন

প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় ব্যয় করে। এটি পারিবারিক আড্ডা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব তৈরি করে।

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা: স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহার পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিবারের সদস্যরা একই ছাদের নিচে থেকেও নিজেদের ডিভাইসে ব্যস্ত থাকে, যা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া কমিয়ে দেয়।

তথ্য ও বিনোদনের সহজলভ্যতা: ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও বিনোদন সহজলভ্য হয়ে গেছে। সন্তানরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দেখে, যা অনেক সময় তাদের মূল্যবোধ এবং আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সাইবার বুলিং ও অনলাইন আসক্তি: ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে সাইবার বুলিং এবং অনলাইন আসক্তির মতো সমস্যা দেখা দেয়। এটি সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং তাদের পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন করে তোলে।

পিতা-মাতার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সন্তানের মধ্যে ব্যবধান: অনেক পিতা-মাতার ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না, যা তাদের সন্তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি ব্যবধান তৈরি করে। সন্তানরা মনে করে পিতা-মাতা তাদের ডিজিটাল জীবন সম্পর্কে বোঝেন না।

মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব: ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং ভোগবাদী জীবনধারার প্রচার অনেক সময় সন্তানদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করে। তারা পিতা-মাতার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস: ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে সন্তানের উপর পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। সন্তানরা অনলাইনে কী করছে, কার সাথে যোগাযোগ করছে, তা অনেক সময় পিতা-মাতার পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে খোলামেলা যোগাযোগ, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা এবং পারিবারিক মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া জরুরি।

৭.৩ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও বিশ্বায়ন

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বায়ন আধুনিক সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলছে। বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটছে, যা ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আনছে।

ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের ক্ষয়: বিশ্বায়নের প্রভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং ভোগবাদী জীবনধারার বিস্তার ঘটছে। এর ফলে অনেক সময় ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধ, যেমন পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং যৌথ পরিবার প্রথা দুর্বল হয়ে পড়ছে। সন্তানরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পছন্দকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

সাংস্কৃতিক সংঘাত: পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘাত দেখা দিতে পারে। পিতা-মাতা তাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ধরে রাখতে চান, অন্যদিকে সন্তানরা বিশ্বায়নের প্রভাবে নতুন সংস্কৃতি এবং জীবনধারা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। এই সংঘাত পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে।

ভাষাগত ও জীবনযাত্রার ব্যবধান: বিশ্বায়নের ফলে নতুন ভাষা এবং জীবনযাত্রার ধরন প্রচলিত হচ্ছে। সন্তানরা অনেক সময় পিতা-মাতার ভাষা এবং জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চান না, যা তাদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে।

অভিবাসন ও প্রবাস জীবন: বিশ্বায়নের কারণে অনেক সন্তান কর্মসংস্থান বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এই অভিবাসন পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের ভৌগোলিকভাবে দূরে সরিয়ে দেয়, যা তাদের মধ্যে সম্পর্কে প্রভাবিত করে। প্রবাসে বসবাসকারী সন্তানরা নতুন সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়, যা তাদের পারিবারিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আনতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন: বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন মূল্যবোধ তৈরি করে, যা ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ: নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনছে। অনেক সময় এটি পিতা-মাতার দেখাশোনা এবং সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সন্তান তার মায়ের মৌলিক আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বায়নের প্রভাব মোকাবিলায় পরিবারে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের সাথে আধুনিকতার সমন্বয় সাধন করা জরুরি।

৭.৪ অর্থনৈতিক চাপ ও জীবনযাত্রার ব্যয়

আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক চাপ এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় পিতা-মাতা ও সন্তানদের সম্পর্কের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। এই অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনেক সময় পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি করে।

উপার্জনের চাপ: সন্তানদের উপর নিজেদের এবং তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জনের চাপ অনেক বেশি। এই চাপ তাদের কর্মজীবনে বেশি সময় দিতে বাধ্য করে, ফলে পিতা-মাতার জন্য পর্যাপ্ত সময় বা মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়: শহর অঞ্চলে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেশি। বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সন্তানদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর ফলে পিতা-মাতার দেখাশোনা বা তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে না।

পিতা-মাতার আর্থিক নির্ভরশীলতা: অনেক সময় বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানদের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যদি সন্তানদের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকে বা তারা নিজেদের পরিবারের খরচ সামলাতে হিমশিম খায়, তবে পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্ব পালন তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

পারিবারিক সঞ্চয়ের অভাব: অর্থনৈতিক চাপের কারণে অনেক পরিবারে পর্যাপ্ত সঞ্চয় থাকে না। ফলে অপ্রত্যাশিত ব্যয় বা জরুরি পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা: আধুনিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা একটি বড় সমস্যা। চাকরি হারানো বা পর্যাপ্ত আয় না থাকার কারণে সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে পারে।

পিতা-মাতার চিকিৎসা ব্যয়: বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসা ব্যয় অনেক সময় অত্যন্ত বেশি হয়। যদি সন্তানদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকে, তবে এই ব্যয়ভার বহন করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, যা সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

সম্পত্তির বিভাজন: অনেক সময় পিতা-মাতার সম্পত্তির বিভাজন নিয়ে সন্তানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যা পারিবারিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার কারণ হতে পারে।

এই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সরকার, সমাজ এবং পরিবারের পক্ষ থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আর্থিক সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পারিবারিক মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া এই সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

৭.৫ সমাধান ও সুপারিশ

আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা এবং তাদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন মোকাবিলায় বিভিন্ন স্তরে সমাধান ও সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার: ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা এবং তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা উচিত। মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পারিবারিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা: পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সহানুভূতির মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা এবং বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার: ডিজিটাল প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। পরিবারে প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে বেশি সময় ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে।

পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতা: পিতা-মাতাকেও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সন্তানদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, ভালোবাসা এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ না করার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কের উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে।

আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা: সরকার এবং সমাজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত। এটি সন্তানদের উপর থেকে আর্থিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

পরামর্শ ,কাউন্সেলিং ও রুকইয়াহ: পারিবারিক সমস্যা এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন নিরসনে পেশাদার পরামর্শ ও কাউন্সেলিং ও রুকইয়াহ সেবা সহজলভ্য করা উচিত।

গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা: গণমাধ্যমকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ইতিবাচক বার্তা প্রচারে ভূমিকা রাখতে হবে। পারিবারিক বন্ধন এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান ও কনটেন্ট তৈরি করা যেতে পারে।

আইনের প্রয়োগ: পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

এই সমাধান ও সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

৭.৬ বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৭-এর আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা এবং তাদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন একটি বহুমুখী সমস্যা, যা বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রভাবের সম্মিলিত ফল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার বৃদ্ধি, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, কর্মজীবনের চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভৌগোলিক দূরত্ব এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় এই অবহেলার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার একদিকে যেমন যোগাযোগের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এটি পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, অনলাইন আসক্তি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও বিশ্বায়ন ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘাত সৃষ্টি করছে। এছাড়া, অর্থনৈতিক চাপ এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সন্তানদের উপর আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা তাদের পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতা, আর্থিক সহায়তা ও

সামাজিক নিরাপত্তা, পরামর্শ, কাউন্সেলিং, রুকইয়াহ, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের মতো বহুমুখী সমাধান ও সুপারিশ গ্রহণ করা জরুরি। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

অধ্যায় ৮: গবেষণার ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার

৮.১ গবেষণার মূল ফলাফল

এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা, ফজিলত, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মূল ফলাফলগুলো নিম্নরূপ:

পিতা-মাতার উচ্চ মর্যাদা: ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য স্থানে তাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের অপরিহার্যতা: পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের জন্য ফরজ। তাদের সাথে উত্তম আচরণ, সেবা করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

পিতা-মাতার অধিকার ও দায়িত্ব: পিতা-মাতার যেমন সন্তানের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি সন্তানের প্রতিও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সঠিক পথে পরিচালনা করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব।

সন্তানের অধিকার ও দায়িত্ব: সন্তানের উপর পিতা-মাতার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি সন্তানেরও পিতা-মাতার প্রতি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তাদের সেবা করা, কৃতজ্ঞ থাকা, তাদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের কর্তব্য।

অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি: পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইসলামে একটি গুরুতর পাপ। কুরআন ও হাদিসে এর ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবাধ্য সন্তান দুনিয়াতে লাঞ্চিত হয় এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আধুনিক চ্যালেঞ্জসমূহ: আধুনিক সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক চাপ এই অবহেলার মূল কারণ।

সমাধান ও সুপারিশ: এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, পিতা-মাতার দায়িত্বশীল আচরণ, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরামর্শ ও কাউন্সেলিং এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের মতো বহুমুখী সমাধান ও সুপারিশ গ্রহণ করা জরুরি।

এই ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে, ইসলামের শিক্ষা এবং আধুনিক সমাজের বাস্তবতার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন বজায় থাকে।

৮.২ সুপারিশসমূহ

গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো:

প্রাথমিক পর্যায় থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব, তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। পারিবারিক পরিবেশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে জোর দিতে হবে।

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ: পরিবারে নিয়মিত পারিবারিক আড্ডা, একসাথে খাবার গ্রহণ এবং ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে।

প্রযুক্তির সচেতন ব্যবহার: পিতা-মাতা ও সন্তানদের উভয়কেই প্রযুক্তির সঠিক ও সচেতন ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পরিবারে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন তৈরি করা যেতে পারে।

পিতা-মাতার দায়িত্বশীল আচরণ: পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিশীল এবং উদার হতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ না করে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা: সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

পরামর্শ ও কাউন্সেলিং সেবা সহজলভ্যকরণ: পারিবারিক সমস্যা নিরসনে পেশাদার পরামর্শ ও কাউন্সেলিং ও রুকইয়াহ সেবা সহজলভ্য করতে হবে। স্কুল, কলেজ এবং কমিউনিটি সেন্টারে এই ধরনের সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা: গণমাধ্যমকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ইতিবাচক বার্তা প্রচারে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করতে হবে।

আইনের কার্যকর প্রয়োগ: পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করে তাদের অধিকারকে আরও সুসংহত করতে হবে।

আন্তঃপ্রজন্মীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি: দাদা-দাদি, নানা-নানী এবং নাতি-নাতনিদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও মূল্যবোধের আদান-প্রদান হবে এবং পারিবারিক বন্ধন আরও মজবুত হবে।

এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে একটি সুসম, শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৮.৩ উপসংহার

এই গবেষণাপত্রে ইসলামের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা, ফজিলত, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে পিতা-মাতার স্থান অত্যন্ত উচ্চে এবং তাদের প্রতি সদ্যবহার করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। পিতা-মাতার সেবা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকার পূরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধুনিক সমাজে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক চাপ পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, পিতা-মাতার দায়িত্বশীল আচরণ, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরামর্শ ও কাউন্সেলিং এবং গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার মতো বহুমুখী সমাধান ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক একটি সুখী পরিবার ও সুসংহত সমাজের ভিত্তি। ইসলামের শাস্ত্রতন্ত্র শিক্ষা এবং আধুনিক সমাজের বাস্তবতার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আরও মজবুত করা সম্ভব। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবার ও সমাজ গঠনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

এই গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত প্রধান উৎসসমূহ এবং সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

কুরআন ও হাদিস গ্রন্থ:

- আল-কুরআনুল কারীম।
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (1422 AH). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (1412 AH). Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. (1998). Sunan al-Tirmidhi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Abu Dawood, Sulaiman ibn al-Ash'ath. (1999). Sunan Abi Dawood. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. (2009). Sunan Ibn Majah. Riyadh: Darussalam.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Shu'ayb. (2001). Sunan al-Nasa'i. Riyadh: Darussalam.

তাফসীর গ্রন্থ:

- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. (2000). Tafsir al-Qur'an al-Azim. Riyadh: Darussalam.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. (2001). Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.

অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ:

- উফ বলতে মানা — শাইখ আব্দুল মালিক মুজাহিদ
- মা-বাবা আমার জান্নাত — ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ
- মা-বাবাকে ভালোবাসুন — ইমাম বুখারী রাঃ, শাইখ সাইদ ইবনু আলি আল কাহতানি
- যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন — শাইখ ইব্রাহিম ইবনু সালাহ আল মাহমুদ
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (n.d.). Ihya Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la. (1988). Islami Jibon Bidhan. Dhaka: Adhunik Prokashoni.
- Qutb, Sayyid. (1979). Fi Zilal al-Qur'an. Beirut: Dar al-Shuruq.

- Nadwi, Abul Hasan Ali. (1983). Islam o Adhunik Jibon. Dhaka: Al-Qur'an Academy.
- Islamic Foundation Bangladesh. (Various publications). Islamic Encyclopedia. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Articles from various Islamic journals and magazines.

ওয়েবসাইট ও অনলাইন রিসোর্স:

- hadithbd.com (বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের অনলাইন সংস্করণ)
- quran.com (কুরআনের অনলাইন সংস্করণ ও অনুবাদ)
- islamqa.info (ইসলামিক ফতোয়া ও গবেষণা)
- অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ব্লগ।